আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার ■ ১৬ মে ২০২৩ বর্ষ ১৪ ■ সংখ্যা ৫৮ ■ ঢাকা ■ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ■ ২৫ শাওয়াল ১৪৪৪

শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতার প্রশ্নে আমাদের কোনো আপস নেই

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
উপাচার্য
উত্তরা ইউনিভার্সিটি

সভ্য সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিভিন্ন পেশায় নেতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহু শতাব্দী যাবৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর করে আসছে সমাজ-সভ্যতা-রাষ্ট্র। কেননা উচ্চশিক্ষা প্রদান করা প্রতিষ্ঠান ছাড়া উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ক্রমোন্নয়নশীল কারিগরি শিক্ষা এবং তার অনুষঙ্গী হিসেবে সমাজকাঠামোর জটিলতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফলে উচ্চশিক্ষার পরিধি ও পরিসর সময়ের সঙ্গে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্য এবং শিল্প ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। এ ধারাবাহিকতা চলমান রাখার লক্ষ্যে আমরা 'সাশ্রয়ী খরচে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা'র ভিশন নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। উত্তরা ইউনিভার্সিটির

এরপর পৃষ্ঠা ৬-এ দেখুন

[৮ এর পৃষ্ঠার পর]

প্রতিষ্ঠাতা সদ্য সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এম আজিজুর রহমান যে মহান ব্রত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু করেছেন- আমি এবং আমার অভিজ্ঞ টিম সে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি বলেই এতটা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটির। আমাদের মানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগে আমাদের কোনো আপস নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে পালন করেই আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হন, সেদিকটা মাথায় রেখে বিভিন্ন কোটায় শতকরা ছয়জন শিক্ষার্থীকে বিনা খরচে পড়ানো হয়। মেধাবীরা তো আছেনই। এ ছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বৃত্তিও দেওয়া হয়। এতিম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনা খরচে শিক্ষা দিয়ে থাকি। দুজন প্রতিবন্ধী আমাদের এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে এখন ভালো চাকরি করছেন। এ ছাড়াও সেমিস্টার প্রতি ১০ থেকে ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাশাপাশি আমরা প্রতি ডিপার্টমেন্টেই একটি করে লাইব্রেরি স্থাপন করেছি। শিক্ষকদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা রিসার্চ সেল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এখন পর্যন্ত ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনোরকমের অভিযোগ তোলার মতো কোনো উপলক্ষ সৃষ্টি হয়নি আর ভবিষ্যতেও এরকম কিছু হবে না অটাই আমাদের আঙ্গীকার।